IslamHouse.com

ঈদে মীলাদুন্নবী

[শরী‘আতের দৃষ্টিতে কতটুকু শুদ্ধ]

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

IslamHouse.com

مدى مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

(باللغة البنغالية)

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ....

ঈদে মীলাদুন্নবী [শরী‘আতের দৃষ্টিতে কতটুকু শুদ্ধ]

কয়েক বছর পূর্বে রাজধানীর ধানমণ্ডি এলাকার এক মসজিদে উপস্থিত হলাম প্রতিদিনের মতো এশার সালাত আদায় করতে। দেখলাম আজ মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ। অন্য দিনের চেয়ে কম হলেও মুসল্লীদের সংখ্যা দশগুণ বেশি। সাধারণত এ দৃশ্য চোখে পড়ে রমযান ও শবে কদরে। মনে করলাম আজ হয়তো কারো বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা জানাযা। এত লোক সমাগমের কারণ জিজ্ঞেস করলাম ইমাম সাহেবকে। তিনি বললেন, আজ ১২ই রবিউল

2

আউয়ালের রাত। মীলাদুন্নবীর উৎসবের রাত।

সম্মানিত পাঠক!

এ রাত ও পরবর্তী দিন ১২ই
রবিউল আউয়াল অত্যন্ত
জাকজমকপূর্ণভাবে এক সময়
পালিত হত বৃহত্তর
চট্রগ্রাম, নোয়াখালী ও
সিলেটের কিছু অঞ্চলে।
দেশের অন্যান্য এলাকায়ও
পালিত হত, তবে তুলনামুলক কম গুরুত্বে। এ রাতে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে উঠে অনেক পাড়া- মহল্লা। যারা এটি পালন করে তাদের উৎসব মুখরতা দেখলে মনে হবে নিশ্চয় এটি হবে 3

মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। আর এটি তাদের অনেকে বিশ্বাসও করে। তাই তো শ্লোগান দেয়, দেয়ালে লিখে ‘‘সকল ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদ।’’

কিন্তু বাস্তবে কি তাই? দীন ইসলামে ঈদে মীলাদ বলতে কি কিছু আছে? ইসলামে ঈদ কয়টি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস কি ১২ই রবিউল আউয়াল? নিশ্চিত ও সর্বসম্মতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত বা মৃত্যু দিবস কি ১২ই রবিউল আউয়াল নয়? যে দিনে

4

মাহমূদ পাশা যে প্রমাণপত্র দিয়েছেন তা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত।’’

তাদের গবেষণা বিষয়ের একটি দিক হলো যে, আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে
নিজেই বলেছেন, তাঁর জন্মের দিন হচ্ছে সোমবার। মাহমূদ পাশা গবেষণা ও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সে বছর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখের দিনটা সোমবার ছিল না ছিল
বৃহস্পতিবার। আর সোমবার
ছিল ৯ই রবিউল আউয়াল।

তাই বলা যায়, জন্ম তারিখ নিয়ে অতীতে যে অস্পষ্টতা 9

রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের
জন্মদিন পালন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো ব্যক্তির জন্মদিবস পালন করা ইসলামসম্মত নয়। এটি হলো খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন
অমুসলিমদের রীতি। ইসলাম
কারো জন্মদিবস পালন অনুমোদন করে না। এর
প্রমাণসমূহ নিম্নে তুলে
ধরা হলো:

এক. দীন ইসলাম আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবে। ইসলামে সকল হুকুম
আহকাম, আচার-অনুষ্ঠান
12

সুনির্ধারিত ও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস বা মীলাদ পালনের কথা কোথাও নেই। এমনকি নবী প্রেমের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কেউ এ ধরনের কাজ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাই ঈদে-মীলাদ পালন করা নিশ্চয় একটি বিদ‘আতকর্ম। আর বিদ‘আত জঘন্য গুনাহের কাজ।

13

দুই. ইসলামে কম হলেও একলাখ চব্বিশ হাজার নবী, তারপরে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অসংখ্য সাহাবী, মনীষী আওলিয়ায়ে কেরাম জন্ম গ্রহণ করেছেন ও মারা গেছেন। যদি তাদের জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন ইসলাম-সমর্থিত হত বা সাওয়াবের কাজ হতো তাহলে বছর ব্যাপী জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনে ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে যেতে হত আমাদের সকল মুসলিমদের। অন্যান্য কাজকর্ম করার ফুরসত মিলত কমই।

তিন. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

14

পাচ. জন্ম দিবস কেন্দ্রিক উৎসব-অনুষ্ঠান খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য অমুসলিমদের ধর্মীয় রীতি। যেমন, বড় দিন, জন্মাষ্ঠমী, বৌদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি। তাই এটি মুসলিমদের জন্য পরিত্যাজ্য। বিধর্মীদের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান যতই ভালো দেখা যাক না, কখনো তা মুসলিমদের জন্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ কথার সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম।

(ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

18

ِقَوْمٍ فَهُوَ ِمنْهُ ْم«

ََّه ب

» َم ْن تَ َشب

‘‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে।’’

1

(খ) আযানের প্রচলনের সময় কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, সালাতের সময় হলে আগুন জ্বালানো যেতে পারে। কেউ প্রস্তাব করলেন ঘন্টাধনি করা যেতে পারে। কেউ বললেন বাঁশী বাজানো যেতে পারে। কিন্তু রাসূল

1 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪০৩১।
19

[redacted]

(ก) [redacted]

(ঘ) হিজরী সনের প্রবর্তনের সময় অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন থেকে সন গণনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়, নাসারাদের অনুকরণ হওয়ার কারণে।

ইসলামে ঈদ কয়টি?

ইসলামে ঈদ হলো দু’টি। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

21

«قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন তখন দেখলেন বছরের দু’টি দিনে মদীনাবাসীরা আনন্দ-ফুর্তি করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এ দিন দু’টো কী? তারা বলল যে আমরা ইসলামপূর্ব মুর্খতার যুগে এ দু’দিন আনন্দ-

22

ফুর্তি করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘‘আল্লাহ তা‘আলা এ দু’দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দু’টি দিন তোমাদের দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।”

2

ইসলামে ঈদ শুধু দু’টি এ বিষয়টি শুধু সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত নয়, তা রবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত। যদি কেউ ইসলামে তৃতীয় আরেকটি ঈদের প্রচলন করে তবে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা

2 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১১৩৪।
23

ওয়াসাল্লাম প্রচলন করে গেলেন তা শ্রেষ্ঠ হবে না। এটি কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? কোনোভাবেই নয়, তবে শুধু একদিক থেকে মেনে নেওয়া যায়, আর তা হলো যত ভূয়া ও ভেজাল ঈদ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো এই ঈদ!

তা সত্ত্বেও যদি ঈদ পালন করতেই হয় তবে তা ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে না করে ৯ই রবিউল আউয়ালে করা যেতে পারে। তাহলে অন্তত সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু দিবসে ঈদ পালন করার মতো

25

ধৃষ্ঠতা ও বেয়াদবির পরিচয় দেওয়া হবে না। অবশ্য এটাও কিন্তু বিদ‘আত বলে গণ্য হবে।

সার কথা ১২ই রবিউল আউয়ালে ঈদে-মীলাদ উদযাপন করা শরী‘আত বিরোধী কাজ। এ ধরণের কাজ হতে যেমন নিজেদের বাঁচাতে হবে তেমনি অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

যে কারণে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা যাবে না

প্রথমত:

ইসলাম পরিপূর্ণ দীন। কুরআন ও হাদীসের কোথাও ঈদে-মীলাদ

26

পালন করতে বলা হয় নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈন কখনো এটি পালন করেন নি। তাই এটি বিদ ‘আত ও গোমরাহী।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«مَنْ أَحْـدَثَ فِي أَمْرِنَا هَـذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

27

‘‘আমাদের এ দীনে যে নতুন কোনো বিষয় প্রচলন করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।’’[3]

তিনি আরো বলেন,

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

‘‘সাবধান ! ধর্মে প্রবর্তিত নতুন বিষয় থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। কেননা নব-প্রবর্তিত প্রতিটি বিষয় হলো বিদ ‘আত ও প্রতিটি বিদ ‘আত হলো পথভ্রষ্ঠতা।’’[4]

---

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

[4] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৬০৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭১৮৪।

28

দ্বিতীয়ত:

ঈদে মীলাদুন্নবী হলো খৃষ্টানদের বড় দিন, হিন্দুদের জন্মাষ্ঠমী ও বৌদ্ধদের বৌদ্ধ-পূর্ণিমার অনুকরণ। ধর্মীয় বিষয়ে তাদের আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা ঈমানের দাবী। অথচ ঈদে-মীলাদ পালনের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা না করে অনুসরণ করা হয়।

তৃতীয়ত:

সর্বসম্মতভাবে ১২ই রবিউল আউয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু দিবস। এতে কারো দ্বিমত নেই ও কোনো সন্দেহ 29

গেছে। তাই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি কোনো খেয়াল রাখেন না; বরং তারা সীরাতুন্নবী নামের শব্দটাও বরদাশদ করতে রাজী নয়।

পঞ্চমত:

আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের দু’ঈদের সাথে তৃতীয় আরেকটি ঈদ সংযোজন করা দীন ইসলাম বিকৃত করার একটা অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।
31

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথার্থ অনুসরণ করা হলো ভালোবাসার দাবি

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন? তার প্রতি আমাদের করণীয় কী? আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, আমরা যেন তার অনুসরণ করি। তার নির্দেশনা মতো আল্লাহর হুকুম মান্য করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

32

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ٦٤]

‘‘আমরা রাসূলকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে।’’ [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা ও তাকে মুহাব্বত করা হবে ঈমানের দাবী। যার মধ্যে রাসূলের ভালোবাসা নেই সে ঈমানদার নয়। রাসূলের ভালোবাসার পরিচয় দিবেন কীভাবে? এর দু’টি পদ্ধতি রয়েছে।

33

এক. আল্লাহর নির্দেশ মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার অনুসরণ করে ও এর জন্য যে কোনো ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকারে প্রস্তুত থেকে।

দুই. তাঁকে অনুসরণ না করে, তার গুণাগুণ ও প্রশংসা বর্ণনায় ব্যস্ত থেকে, মীলাদ পড়ে, মীলাদুন্নবী উদযাপন করে।

আসলে ভালোবাসা প্রমাণ করার কোন পদ্ধতিটি সঠিক? আমার মনে হয় মতলববাজ ব্যতীত সকল মানুষ উত্তর দিবে সঠিক হলো প্রথমটিই।

আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 34

ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেন। এতটাই ভালোবাসতেন যে, তাঁর
জন্মের সুসংবাদ যে
ক্রীতদাসীর কাছে শুনলেন,
আনন্দের অতিশয্যে সে
ক্রীতদাসী সুয়াইবাকে মুক্ত করে দিলেন এবং
নবুওয়াত পূর্ব পূর্ণ
চল্লিশ বছর তার ভালোবাসা ছিল অক্ষত। কিন্তু রাসূলের আনুগত্য না করার কারণে পাল্টে গেল আবু লাহাবের পুরো চেহারা।

আবু তালিবের কথা কারো অজানা নয়। আল্লাহর রাসূলের একেবারে শৈশব থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে নিজ

35

কিন্তু প্রশ্ন হলো তাদের এ প্রশংসা ও ভালোবাসার দাবি কি কোনো কল্যাণে আসবে?

আজকে যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত ও ভালোবাসার দাবি নিয়ে তাঁরই নির্দেশ লংঘন করে বিভিন্ন বিদ‘আতী কাজ-কর্মের প্রসারে লিপ্ত। তাঁর দীনে যা তিনি অনুমোদন করে যান নি, তারা যা অনুমোদন করতে ব্যস্ত তাদের পরিণতি কী হবে? এর আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করার দাবি অসঙ্গত হবে না।

39

নিয়ে আমি গর্ব করব। সেদিন তোমরা আমার চেহারা মলিন করে দিও না। জেনে রাখো! আমি সেদিন অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাব, কিন্তু তাদের অনেককে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব: হে আমার রব! তারা তো আমার প্রিয় সাথী-সংঙ্গী, আমার অনুসারী। কেন তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে? তিনি উত্তর দিবেন: আপনি জানেন না, আপনার চলে আসার পর তারা দীনের মধ্যে কী কী নতুন বিষয় আবিস্কার করেছে।”

5

5 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৫৭। 41

যারা বিদ‘আতে লিপ্ত তারা অনেক সময় তাদের বিদ‘আতী কাজকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য কুরআন বা হাদীস থেকেও উদ্ধৃতি দেন, যদিও তার পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। ঈদে মীলাদের ব্যাপারে তাদের অনেকে বলেন ঈদে মীলাদ বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিন পালন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসটি হলো :

আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«أن رســـول الله صـــلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يــوم الاثـنين،

43

فقــال: ذلك يــوم وُلِـدْتُ فيه ويــوم بُعِثْتُ فيه أو أنزل علي فيه».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে সাওম পালন করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, ‘‘এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত দেওয়া হয়েছে বা আমার ওপর কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে। ’’[6]

তারা এ হাদীস পেশ করে বলতে চান যে , আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার দিনে

---

[6] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১১৬২।

44

জন্মগ্র্রহণ করেছেন বলে ঐ দিনে সাওম পালন করে তা উদযাপন করাকে সুন্নাত করেছেন। তাই জন্মদিন পালন এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

জওয়াব

এক. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু জন্ম দিনের কারণে সোমবার সাওম পারন করতে বলেন নি, বরং বৃহস্পতিবারও সাওম পালন করাকে সুন্নাত করেছেন। সেটা তাঁর জন্মদিন নয়।

হাদীসে এসেছে: আবু হুরারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 45

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«تُعْـــرَضُ الأَعْمَـــالُ يَـــوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْـرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

‘‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। কাজেই আমি পছন্দ করি যখন আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি সাওম পালনকারী থাকব। ’’[7]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। তা হলো :

---

[7] সুনান তিরমিযী , হাদীস নং ৭৪৭।

46

দুই. যদি জন্ম দিবসের কারণে সাওম পালন করার বিধান হতো তাহলে শুধু সোমবারে সাওম রাখা সুন্নাত হতো, কিন্তু তা হয় নি; বরং বৃহস্পতিবার ও সোমবার সপ্তাহে দু’দিন সাওম পালন করাকে সুন্নাত করা হয়েছে। তাই এ সাওমের কারণ শুধু জন্ম দিবস নয়।

তিন. এ দু’দিনে সাওম সুন্নাত হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমল পেশ হওয়া।

চার. সোমবারের ফযীলত দু’ কারণে। জন্মদিন ও নবুওয়াতপ্রাপ্তি বা কুরআন 47

নাযিল। শুধু জন্ম দিন হিসেবে নয়।

পাঁচ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্মদিন সোমবারে ঈদ পালন করতে বলেন নি, বরং ঈদের বিরোধীতা করে সাওম রাখতে বলেছেন।

ছয়. সাওম হলো ঈদের বিপরীত। সাওম পালন করলে সে দিন ঈদ করা যায় না, ঈদ ও সাওম কোনো দিন এক তারিখে হয় না।
হাদীসের দাবি হলো
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের
জন্মদিনে সাওম রাখা।
কিন্তু সাওম না রেখে তার 48

বিপরীতে পালন করার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে?

সাত. তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এ হাদীসটিতে রাসূলের জন্মদিন পালনের ইঙ্গিত রয়েছে। তাহলে হাদীস অনুযায়ী প্রতি সোমবার কেন ঈদ পালন করা হচ্ছে না? সোমবারেও নয় বরং ঈদ পালন করা হচ্ছে বছরে একবার রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে। সে দিন সোমবার না হলেও পালিত হয়। এ হাদীসে কি ১২ই রবিউল আউয়ালে জন্মদিন পালন করতে বলা হয়েছে?

49

আট. যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় উল্লিখিত হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে তা হলে আমি বলব হ্যাঁ, হাদীসটিতে জন্মদিবস কীভাবে পালন করতে হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তা হলো ঐ দিনে সাওম পালন করা। কিন্তু ঐ দিনে সাওম পালন না করে বেশি খাওয়া-দাওয়া করা হয়। ঈদ নাম দিয়ে সাওম পালন করার বিরোধিতা করা হয়। তাহলে তাদের কাছে সাওম পালন করার সুন্নাতের চেয়ে খাওয়া-দাওয়া বেশি প্রিয়? মনে রাখা উচিৎ, প্রেম-50

মুহাব্বতের সত্যিকার প্রমাণ হলো ত্যাগ ও কুরবানী করা, উপোস থাকা, কষ্ট স্বীকার করা। খাওয়া- দাওয়া ও আমোদ-ফুর্তি নয়। মুখে নবী-প্রেমের দাবি ও কাজ-কর্মে তার আদর্শের বিরোধিতা করার নাম কখনো মুহাব্বত হতে পারে না, বরং বলা চলে ধোকাবাজি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন! আমিন।

51